১৬-১১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিবর্তিত হতে হবে তোমাদের। অতএব দৈবীগুণগুলি ধারণ করো আর আসুরী স্বভাবের অবগুণগুলিকে ছাড়তে থাকো, পবিত্র হও।

প্রশ্ন :- দৈবী স্বভাবের বাচ্চাদের মধ্যে এমন কি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারা যাবে ?

উত্তর :- তাদের সেবার ধরণ দেখে। তারা নিজেরা নিজেদের পতিত অবস্থা থেকে কতটা পবিত্র হতে পেরেছে এবং কত জনকে পবিত্র বানাবার সেবা করেছে। তেমন ভাল পুরুষার্থী হলে কি তার মধ্যে আর কোনও আসুরী অবগুণ থাকে ? সেবার সময় এসব কিছুই প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় মিশন হলো, দৈবী-গুণ শেখাবার মিশন। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে পতিত মানুষদের পবিত্র বানাবার সেবায় নিয়োজিত।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....।

ওঁম্ শান্তি! ভক্তি-মার্গের লোকেরা শিবের মহিমা কীর্তন করে - শিবায়ঃ নমঃ .....। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ হলেন এই শিববাবা। ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে শিব-পরমাত্মায়ঃ নমঃ ....। দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, ব্রহ্মা দেবতায়ঃ নমঃ, বিষ্ণু দেবতায়ঃ নমঃ, কিন্তু একমাত্র ভগবানের বেলায় বলা হয় শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। অর্থাৎ তফাৎ-টা এখানেই। কারণ পরমাত্মা কেবল একজনই ও একক সত্বা। যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ। তাই তো ওঁনার মহিমাও এত উচ্চ-স্তরের। আবার বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে ওঁনার কর্ম-কর্তব্যও অতি উচ্চ স্তরের। ওঁনার ধামও উচ্চ থেকে অতি উচ্চে। এমন কি ওঁনার নামও উচ্চ থেকে অতি উচ্চ - তাই তো একমাত্র উনি ছাড়া আর কারও বেলায় পরমাত্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। শুধু তাই নয়, কেবলমাত্র এই পরমাত্মার বেলাতেই এত উচ্চ মহিমা করা হয় - হে পতিত-পাবন বলে। যেহেতু উনি আসেন এই পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরের আধারে। আর সেই পতিত শরীরের নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা। উনি (শিব পরমাত্মা) স্বয়ং তা বলছেন- অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্মে ব্রহ্মার অর্থাৎ সাধারণ মানুষের শরীরেই প্রবেশ করেন উঁনি।কিন্তু যিনি সূক্ষ্ম-বতনবাসী সম্পূর্ণ ব্রহ্মা তার শরীরে কিন্তু অবশ্যই নয়। শিববাবা স্বয়ং তা জানাচ্ছেন, ব্রহ্মার অনেক জন্মের পরে এই অন্তিম জন্মে উনি ব্রহ্মার শরীরকেই আধার করেন তিনি। সবচাইতে বেশীবার জন্ম নিয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণ। এইভাবে অনেক জন্ম নিতে নিতে অন্তিম জন্মে তারাই অতি সাধারণ হয়ে যায়। তাই শিববাবা তা বলেনও না যে, উনি কোনও পবিত্র শরীরকেই আধার করেন। সাধারণ শরীরকে আধার করেই উনি অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং বলতে থাকেন। তাই এমন সময়ে অবশ্যই এই সাধারণ শরীরের আধার নিয়ে, এনার মাধ্যমেই সেই ভগবানই বসে আত্মাদের বুঝিয়ে বলছেন- উঁনিই সেই পরমপিতা পরমাত্মা। উঁনি যেমন কৃষ্ণের আত্মা নন, আর না তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের আত্মা উঁনি। উঁনি পৃথক সত্বা পরমপিতা পরমাত্মা। যাকে আবার এভাবেও বলা যায় - শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। এখন উঁনি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু, সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন না উঁনি। যেহেতু এখানকার স্থূল-বতনে পতিত আত্মাদের পবিত্র বানাতে হবে ওনাকে। পূর্বে ওনার দ্বারাই সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মাও পবিত্র হয়েছিলেন, তাই সেই ব্রহ্মাকে আবার সূক্ষ্ম-বতনেও দেখানো হয়। কত সুন্দর রীতিতে এসব বুঝিয়ে দেন বাবা। কিন্তু তবুও মানুষেরা তা শুনেও না শোনার ভান করে উল্টো দিশায় চলতে থাকে।

তাদের কেবল আসুরী ও বিকারী বুদ্ধির কথাবার্তাই ভাল লাগে। আর যদি তারা ঈশ্বরীয় বুদ্ধির কথাবর্তা শুনতো, তবে তাদের সব সংশয়ই দূর হয়ে যেতো। ত্রিমূর্তির চিত্র সামনে না রেখে লোকেদেরকে বোঝানো বেশ মুস্কিল। লোকেরা তো ত্রিমূর্তিতে ব্রহ্মার নামও দেখিয়ে থাকে। যেহেতু শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার রচনা করান। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, যারা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছো, কেবল তোমরাই তোমাদের পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় আসতে যাচ্ছো। কিন্তু কে কতটা হতে পারবে যা তোমাদের সেবার ধরণেই তা বোঝা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় কে খুব ভাল পুরুষার্থী আর কার মধ্যে এখনও কতটা অবগুণ অবশিষ্ট আছে। দেবতাদের মধ্যে তো কেবল দৈবী-গুণই থাকে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের আসুরীগুণ আর অন্যদের দৈবীগুণের বর্ণনা টুকুই করেন। তোমাদেরকেও এখন সব ধরণের আসুরী গুণগুলিকে ছাড়তে হবে। না হলে উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে না।

বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়ে বলছেন - বাচ্চারা দৈবীগুণ ধারণ করো। খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই সতর্ক ভাবে পবিত্র থেকে, চরিত্রবান আচরণ করবে। পতিত মানুষদের কু-চরিত্রের বলা হয়। কিন্তু দেবতারা চরিত্রবান হন বলেই তো তাদের এত জয়গান। তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ পুরুষার্থ করতে হবে। যে যেমনটা করবে - সে ঠিক তেমনটাই পাবে। এখন যে ভগবান স্বয়ং তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তার সাথে আবার জ্ঞানের পাঠও পড়াচ্ছেন। জ্ঞানের সাগর বাবা তো কেবল এই একজনই মাত্র। যিনি তোমাদের জ্ঞান দান করে সদ্গতির পথে নিয়ে চলেন। সেই কারণেই ওনাকে সুখদেবও (যিনি দৈবীয় সুখ দেন) বলা হয়। এখানকার এসব কথা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অপূর্ব! যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে, একমাত্র তাদেরই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। অনেকেই এই প্রশ্ন করে যে, এই দাদাকে ব্রহ্মা বলা হয় কেন ? তাদেরকে বলবে, তোমরা নিজেরাই এসে ক্লাসে বসে তার উত্তর জেনে যাও। ওঁনার ৮৪-জন্মের কাহিনীও তোমরা জানতে পারবে। আমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেবতায় পরিণত হতে যাচ্ছি। পবিত্র হতে না পারলে, বাবার আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের = সর্বোচ্চ হলেন ভগবান- নিরাকার শিববাবা। আশীর্বাদী-বর্সা দেবার জন্য তাই অবশ্যই ওঁনাকে এই (স্থুল) ব্রহ্মার শরীরেই আসতে হয়। যার শরীরের নাম (প্রজাপিতা) ব্রহ্মা। সূক্ষ্ম-বতনবাসীকে ব্রহ্মাকে কিন্তু প্রজাপিতা বলা হয় না। যেহেতু উনি কোনও প্রজার রচনা করেন না। আমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা যেমন সাকার রূপে আছি, আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তেমনি সাকার রূপেই আছেন। তোমারা নিজেরাই এখানে এসে এই ধরনের রহস্যগুলি বুঝে যাও। আমরা এই (ব্রহ্মা) দাদাকে ভগবান বলি না। ইনি তো প্রজাপিতা অর্থাৎ প্রজাদের পিতা। তবে এনার শরীরেই কিন্তু শিববাবার প্রবেশ ঘটে - আমাদের পবিত্র করে গড়ে তোলার জন্য। বর্তমান দুনিয়ায় কেউ-ই সম্পূর্ণ পবিত্র নয়। একমাত্র ত্রিমূর্তি শিববাবা ছাড়া। তাই লোকেরা শিববাবার বদলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলে থাকে। কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা শব্দটির কোনও অর্থই হয় না। ব্রহ্মাকে আবার মনুষ্যদের রচনাকারও বলা হয়। তাই তো তাকে প্রজাপিতা বলা হয়। এনারই শরীরে সেই নিরাকার (শিব) প্রবেশ করে আমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আর এই (স্থুল বতনবাসী) ব্রহ্মা পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র অবস্থায় আসেন। যেমন ভাবে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে, দেবতায় পরিবর্তিত হই। একমাত্র শিবের বেলাতেই বলা হয় শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের ক্ষেত্রে দেবতা বলা হয়। তাই মনে রাখতে হবে, একমাত্র ভগবানই ভক্তের রক্ষক। একমাত্র উনিই সবার সদগতি দাতা। আবার যেহেতু একমাত্র উনিই

পতিত-পাবন, তাই তো ওনাকে (এই পতিত দুনিয়ায়) আসতেই হয় পতিতদের পবিত্র বানাতে। সবার আগে পবিত্র হন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদেরও পুর্ণজন্মের চক্রে অবশ্যই আসতে হয়। ৮৪-জন্ম পুরো হতে হতে অন্তিম জন্মে তারাও সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। তখন বাবা সেই শরীরেই প্রবেশ করেন। যিনি ব্যক্ত ব্রহ্মা। আর সূক্ষ্ম-বতনে যিনি উনি অব্যক্ত ব্রহ্মা। সূক্ষ্ম-বতনে কোনও সৃষ্টির রচনা হয় না। লোকেরা সাধারণতঃ এই ব্যাপারটাতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলে, তোমাদেরকেই তা বিশ্লেষণ করে সুন্দর ভাবে তাদেরকে বোঝাতে হবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন যে, অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্ম অর্থাৎ ৮৪-জন্মে এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করি।

(নতুন কল্পের শুরুতে) এই ভারতেই দেবী-দেবতারা আসে প্রথমে। ক্রমে ক্রমে তারা শেষের দিকে যেতে থাকে। তারাই পরবর্তীতে (কল্পে) আবারও দেবী-দেবতাই হবে। তা বোঝাবার জন্য সাথে বিরাট রূপের ও বিভিন্ন চিত্রও অবশ্যই রাখা উচিত। তোমরা তো যথার্থ অর্থপূর্ণ ভাবেই তা বানিয়েছো। ব্রাহ্মণদের স্থান মাথার মুকুটে- যেহেতু তারাই শীর্ষে, দেবতারা যার মস্তক, ক্ষত্রিয় অর্থে যারা বাহু, বৈশ্য পেটের অংশ, আর শূদ্র হলো পা। শূদ্রের পরে আবার ব্রাহ্মণ। এটাই হলো বর্ণের চক্র (প্রকৃত বিরাট রূপ)! তোমরা নিজেরা তা ভালভাবে বুঝে নিয়ে, অন্যদেরকেও তা সহজ সরল ভাবে বোঝাতে হবে।

বাবা তো অনেক বারই বুঝিয়েছেন যে, কাগজে যেসব বিজ্ঞাপন ছাপা হয় - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছেন, সেখানে অবশ্যই চিঠি লেখা উচিত, অমুক যখন স্বর্গবাসী হয়েছেন, এতদিন তবে নরকেই বাস করছিলেন। আর বর্তমানের এই নরকের দুনিয়াতেই আবারও তাকে জন্ম নিতে হবেই। আর যদি সে স্বর্গেই গিয়ে থাকে, তবে তোমরা তাকে এই নরকে ডেকে এনে নরকের ভোজন কেনই বা খাওয়াবে ? সে যখন স্বর্গেই গেছে, তবে তার জন্য আবার কান্নাকাটির কি প্রয়োজন ? কিন্তু, কাররই এই সামান্য বুদ্ধিটাই নেই যে, এই সময়কালে স্বয়ং বাবা এসে বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপন করেন। বর্তমানের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে একমাত্র তোমরা বি কে ব্রহ্মণেরাই বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সা নিয়ে থাকো - আর বাকীরা তো পড়ে আছে কলিযুগেই। একমাত্র এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আত্মারা তাদের পিতা পরমাত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে এখন। একেই প্রকৃত কুম্ভ-মেলা বলা হয়। আর তোমরা জ্ঞান-গঙ্গারা জ্ঞান-সাগর থেকেই উৎপত্তি হয়েছো। ভক্তি-মার্গে বোঝানো হয় যে, গঙ্গার জলে স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু লোকেদের পবিত্র করবার দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য তো তোমাদের এই মিশনেরই। যেহেতু এটাই একমাত্র ঈশ্বরীয় মিশন। তোমরাই শ্রীমৎ-অনুসারে পতিত মানুষদের পবিত্র বানিয়ে দেবতায় পরিবর্তিত করার সেবা করো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মোটেই পতিত-পাবন নয়। কৃষ্ণও আমাদের মতনই মানুষ মাত্র। তিনিও পুরো ৮৪-জন্মের চক্রে আসে। যার প্রথম রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ ও অন্তিম রূপ ব্রহ্মা-সরস্বতী। ওনারাই আদি দেব ও আদি দেবী। কিন্তু এসব গুহ্য কথা জানান কে ? -(শিববাবা স্বয়ং) লোকেরা তো গুণগান করে - শিব পরমাত্মায়ঃ নমঃ, এমনও বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা তোমার ধরণ ও পদ্ধতি যে একেবারেই ভিন্ন। যেহেতু বাবা যে শ্রীমৎ দেন তাতেই সবার সদগতি হয়। গতি (মুক্তি) আর সদগতি। যিনি দুর্গতিদের সদগতিতে নিয়ে আসেন। তবে ওনার এই বিশেষ শ্রীমৎ অন্যসব মানুষদের মত থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। (অর্দ্ধ-কল্প) ভক্তি-মার্গ হলো ঘন তমশার রাত আর (প্রথম) অর্দ্ধেক কল্প জ্ঞনের অর্থাৎ দিন বা আলোর। শিববাবা বলেন, তাই তো উনি (সন্তানদের কথা ভেবে) ঘোর তমশাচ্ছন্ন রাতেই আসেন, সেই রাতের অবসান ঘটিয়ে তাকে দিন বানাতে। আর এই জ্ঞান একমাত্র

শিববাবার কাছেই আছে। মুনি-ঋষি ইত্যাদিরাও অবশ্য তাই বলে, পরমাত্মা বা ঈশ্বর হলেন অসীম-অনন্ত। এমন বাবাকে যারা জানে না তারা তো নাস্তিকই। (আর তাই তো) অর্দ্ধেক কল্প আস্তিকতা আর বাকী অর্দ্ধ কল্প নাস্তিকতা। কিন্তু তোমরা এখন বাবাকে আর বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানো, যা অন্যেরা তা জানে না, তাই তাদেরকে বলা হয় অনাথ। এখন যেমন অনেক ধর্ম, তেমনি বহু মতবাদও। তাই বাবা বলছেন, এখন এই পুরোনো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নেওয়াই উচিত। সর্বদাই স্মরণ করা উচিত শান্তিধাম আর সুখধামকে। যত বেশী স্মরণ করতে পারবে, ততই উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। ঘর-সংসার-গৃহাস্থলীতে থেকেও তোমাকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী ছাড়া গৃহস্থালী সংসার চলবেই বা কি প্রকারে! এরই মধ্যে তোমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে আর বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাবাবা বলেন, উনি নিজেও তো স্বর্ণকার ছিলেন। তোমাদের আত্মা আর শরীর উভয়ই এখন পতিত, অতএব তোমরা আত্মারা যখন পবিত্র হবে, শরীরও তখন পবিত্র হয়ে যাবে। খাঁটি সোনার গহনা এভাবেই তো তৈরী হয় - তাই না! কিন্তু বর্তমানের এই শরীর ও আত্মা উভয়ই যে কলিযুগী। তাকে পবিত্র বানাবার যুক্তি তো এই বাবাই বলে দিচ্ছেন। তাই তো ওনার উদ্দেশ্যে এমনটাই বলা হয় যে, হে বাবা তোমার সদ্গতি ও মতের এই শ্রীমৎ সবার থেকেই ভিন্ন। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, এই সদগতির দিশা আর অন্য কেউই বলতে পারবে না। যেখানে ওনার এত জয়গান, নিশ্চয়ই কখনও তিনি তেমন কিছুই করেছিলেন।

বর্তমান সময়টা কলিযুগী সময়কাল, এর পরেই সত্যযুগ আসবে। এই দুয়ের মধ্যস্থলে বর্তমানের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে অবস্থান করছো তোমরা। একমাত্র তোমরাই ব্রহ্মা-বংশী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তাই কেবল তোমরাই (বি.কে.-রা) পদ্মফুলের মতন পবিত্র হতে পারো। তোমাদের যুদ্ধও করতে হয় মায়ার সাথে। এই মায়ার কারণেই অনেকে ফেল হয়ে যায়। কাম-বিকারের ঘুষিও লাগে ভীষণ জোরে। এ বিষয়ে বাবা তাই খুব সতর্ক থাকতে বলেন। নিজেই যদি তাতে কুপোকাৎ হও, তবে তো আর অন্যদের বলতেই পারবে না - কাম-মহাশত্রু। বাবা বলছেন, তবুও পুরুষার্থ চালিয়ে যেতে থাকো। মায়া একবার হারালো, দু-বার হারালো, তারপরেও যদি তৃতীয়-বারও হেরে যাও, তবে তো সেখানেই সব শেষ। নিজেও তাতে পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞা যখন করেছো, তখন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করার পর আর পতিত হওয়া চলবে না। কিন্তু সবাই তো আর নিজের প্রতিজ্ঞর উপরে অটল থাকে না। তাদের পতনও হতে থাকে। কেউ কেউ তো আবার বাবাকেই ছেড়ে দেয়। অনেকেই এমন ভাবে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েও যায়। অন্তিম ক্ষণে এসব কিছুরই সাক্ষ্যাৎকার অবশ্যই হবে, তখনই বুঝতে পারবে কে কোন পদ পাবার উপযুক্ত। তাই পুরুষার্থ খুব ভালভাবেই করা উচিত। যে অন্যকে দুঃখ দেয়, সে নিজেও দুঃখী হয়েই মারা যায়। এই বাবা কিন্তু সবাইকে কেবল সুখই দিয়ে থাকেন। বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে তোমাদেরও কর্তব্য তেমনই হওয়া উচিত সবাইকে সুখ দেওয়া। তোমাদের কর্ম-কর্তব্যে যদি কেউ দুঃখ পায়, তবে তোমরাও দুঃখী হয়েই মরবে। তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হবে সেই কারণে। অসীম বেহদের বাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞাকারী, বিশ্বাস-ভাজন হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস ভাজন ও আজ্ঞাকারী হয়ে থাকতে হবে। কখনও কাউকেই কোনও প্রকার দুঃখ দেওয়া চলবে না।

২) বাবার থেকে পুরোপুরি আশীর্বাদী-বর্সা নেবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হবার পুরুষার্থ করতে হবে। কাম-বিকারের চিতা থেকে নিজের সুরক্ষা করতে হবে। এর থেকে নিজেকে সাবধানে রাখতেই হবে।

বরদান :- নিজের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি ও বৃত্তি দ্বারা সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে বিশ্বের আধার-মূর্ত হও

বিস্তার:- বাচ্চারা, তোমরাই বিশ্বের সব আত্মাদের আধার মূর্ত । তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারাই বিশ্বের বাতাবরণে পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের পবিত্র দৃষ্টিতেই বিশ্বের অন্যান্য আত্মারা আর প্রকৃতি উভয়ই পবিত্র হচ্ছে। তোমাদের দৃষ্টিতেই সৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মগুলিতেই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। তোমরা এমন দ্বায়িত্বের মুকুট পড়া বাচ্চারাই আগামী ভবিষ্যতে মুকুটের অধিকারী হও।

স্লোগান :- কর্ম করার সময় অনাসক্ত ও অধিকারী ভাবে কর্ম করলে কোনও বন্ধনই তার বাঁধনে বাঁধতে পারবে না।

. :: মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য ::

আমরা যে বলে থাকি, আমাদের জীবন তরী পরপারে পার করে দাও প্রভু - এই পরপারের বিষয়টা কি ? লোকেরা ভাবে যে, পরপার মানে জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রে না আসা, মানে মুক্তি পেয়ে যাওয়া। তা তো মানুষের ভাবনা শুধু, কিন্তু বাবা বলেন- বাচ্চারা, যেখানে সুখ-শান্তি আছে অর্থাৎ যা দুঃখ-অশান্তি থেকে বহুদূরে, আর কোথাও এমন কোনও দুনিয়াই নেই। মানুষেরা সুখ পেতে চাইলে আত্মাকে জীবন ধারণ করতেই হবে। আর সেই সুখ-শান্তির দুনিয়া হলো- যেখানে সর্বদাই সুখ বিরাজ করে অর্থাৎ সত্যযুগের বৈকুন্ঠধাম, যা দেবতাদের রাজ্য। সেই দেবতাদেরকেই অমর বলা হয়। কিন্তু অমর বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়। কারণ দেবতাদের আয়ু এত লম্বা নয় যে, তারা কখনও দেহত্যাগ করেই না। অতএব লোকেদের সেই ভাবনা অবশ্যই ভুল, যেহেতু তা অবাস্তব। সত্যযুগ ও ত্রেতাতেও আয়ুও সমান নয়। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে দেব-দেবীদেরও অনেক বার জন্ম হয়। ২১ জন্ম তো তারা খুব ভালভাবেই রাজ্য-ভাগ্য ভোগ করে। তারপর দ্বাপর আর কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৬৩-বার জন্ম নেয়। ২১ জন্ম তারা থাকে চড়তী কলায় (উন্নতির সোপানে) আর ৬৩ জন্ম তাদের হয় (অবনমন) উতরতী কলা। এইভাবে মানুষেরা মোট ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু লোকেরা ভেবে থাকে যে, মানুষেরা ৮৪ লক্ষ যোনিতে জন্ম নেয়। (৮৪ লক্ষ নয় লক্ষ্য ৮৪) -এটাই একটা বড় ভুল। মানুষেরা যদি মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিয়ে তার কর্মের সুখ-দুঃখ দুটোই ভোগ করতে পারে, তবে আবার পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যোনিতে যাবার প্রয়োজনই বা কেন পড়বে। লোকেদের এই সাধারণ জ্ঞানটাই যে নেই যে, মানুষেরা কেবল ৮৪ জন্মই নেয়। অবশ্য এটা ঠিক

যে, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সব মিলিয়ে মোট ৮৪ লক্ষ যোনিই আছে বিশ্বে। তাদের আবার কত অনেক প্রকারের জন্মের ধরণও আছে। এর মধ্যে মানুষেরা মনুষ্য যোনিতে জন্ম নিয়েই তাদের পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে। তেমনি পশু-পক্ষীরাও তাদের ভোগ সেই যোনিতেই ভোগে। না তো পশুরা মনুষ্য জন্ম নেয়, আর না মানুষেরা পশু জন্ম নেয়। কারণ, মানুষেরা মনুষ্য যোনিতে এলেই যে ফল ভোগ করবে, তাতেই তো তারা তা অনুভব করতে পারবে। একই ভাবে, পশুরাও তাদের পশু যোনিতেই সুখ-দুঃখের অনুভব করতে পারে। কিন্তু পশুদের মধ্যে সেই বুদ্ধিই তো নেই যে, তারা তাদের কোন কর্মের ফল ভোগ করছে। পশুদের ভোগের কারণকেও মানুষেরা বুঝতে পারে, যেহেতু মানুষেরা বুদ্ধিমান। তার অর্থ এই নয় যে, মানুষেরা ৮৪-লক্ষ যোনির ভোগ ভোগে। জড় পদার্থ ঝাড়-বৃক্ষও জন্মায় তারা তাদেরই গোত্রের যোনির মাধ্যমে। এও তো খুবই সহজ-সরল বিবেকের কথা যে, জড় ঝাড়-বৃক্ষও যেমন যেমন কর্ম-অকর্ম করবে, তাদেরও হিসেব-নিকেশ সেই অনুসারেই হবে। যেমন দেখো, গুরু নানক সাহেবও এমন কথা বলেছেন- ["অন্তকাল জো স্ত্রী সিমরে, এয়সি চিন্তা মেঁ জো মরে, বল-বল বেশ্যা যোনি কো অবতরে। অন্তকাল জো নারায়ণ সিমরে, এয়সি চিন্তা মেঁ জো মরে, ও পিতাম্বর (নারায়ণ) কো পায়ে। - {গুরুগ্রন্থ সাহিব}] তেমনি, "অন্তকালে জো পুত্র সিমরে, এয়সি চিতা মেঁ জো মরে, শুয়োর কী যোনি মেঁ বল-বল উতরে .....।" কিন্তু এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষও শুয়োর যোনিতে যায়। কিন্তু শুয়োর কথার অর্থ এই যে, মানুষের কার্যও এমন হতে পারে, যা জানোয়ার বা পশুর কার্যেরই মতন। তার মানে এই নয় যে, মানুষেরাই সেই পশু হয়। এটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে ভয় দেখাতেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব তোমাদের নিজেদেরকে বর্তমানের এই পুরুষোত্তম-সঙ্গম সময়ে নিজের নিজের জীবনধারাকে পাল্টে নিয়ে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা - ওঁম্ শান্তি!